যুগান্তর

তারিখ ... NOV. 09 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

অনিয়ম দুর্নীতির কারণে জৈন্তিয়া কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

জৈন্তাপুর (সিলেট) প্রতিনিধি

দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে বরখাস্তকৃত জৈন্তিয়া কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম রহমানকে নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার কারণে ভেস্তে যাচ্ছে কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম। ঐতিহ্যবাহী এ কলেজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় ভুগছেন অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, শিক্ষক-কর্মচারী ও এলাকার জনসাধারণ। বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষের ষড়যন্ত্র ও গভর্নিং বডির স্বেচ্ছাচারিতার কারণে প্রায় আট মাস থেকে বেতন ভাতা পাচ্ছেন না জৈন্তিয়া কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীরা। ফলে তাঁরা পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

জৈন্তিয়া কলেজে অধ্যক্ষ নিয়ে জটিলতা শুরু হয় ১৯৯৮ সালে। অধিক হারে ছাত্র বেতন, পরীক্ষা ফি আদায়, উন্নয়ন কার্যের অর্থ আত্মসাৎ, শিক্ষক-কর্মচারীদের সঙ্গে অশোভন আচরণসহ অধ্যক্ষ গোলাম রহমান খানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ এনে সে সময়ের ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক-কর্মচারী গভর্নিং বডির সভাপতি বরাবরে পৃথক পৃথক স্মারকলিপি প্রদান করেন। এ অবস্থায় ২৪ নভেম্বর অধ্যক্ষ গোলাম রহমান খান কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোঃ নূরুজ্জামানকে দায়িত্ব প্রদান করে কলেজে অনুপস্থিত থাকেন। এ সময় গভর্নিং বডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় তৎকালীন গভর্নিং বডির সভাপতি ও জাতীয় সংসদ সদস্য ইমরান আহমদ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক-কর্মচারীর আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সিলেটের জেলা প্রশাসককে অনুরোধ জানান। জেলা প্রশাসক তৎকালীন এনডিসি এসএম জাহাঙ্গীর হোসেন চৌধুরীকে এ ব্যাপারে তদন্তের নির্দেশ প্রদান করেন। এনডিসি কলেজের যাবতীয় নথিপত্র, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক-কর্মচারীর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করেন। এ সময় অধ্যক্ষ গোলাম রহমান খানকে এ ব্যাপারে তার বক্তব্য প্রদান করায় নোটিশ প্রদান করলেও তিনি তদন্ত কমিশনের সামনে হাজির হননি। এনডিসি তদন্ত শেষে ১৫ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি রিপোর্ট প্রদান করেন এবং রিপোর্টে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেছে বলে উল্লেখ করেন।

তিনি এই অভিযোগের ভিত্তিতে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গভর্নিং বডির কাছে সুপারিশ করেন। তদন্ত রিপোর্ট পেয়ে গভর্নিং বডির সভাপতি অধ্যক্ষকে কয়েকবার নোটিশ প্রদান করলেও তিনি কলেজে অনুপস্থিত থাকেন।

৮ মাস বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না শিক্ষক-কর্মচারীরা

এতে কলেজের স্বাভাবিক কার্যক্রমে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এদিকে গভর্নিং বডির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় সংসদ সদস্য ইমরান আহমদ একটি এডহক কমিটি গঠন করে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করেন। শিক্ষা বোর্ড পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট এডহক কমিটির অনুমোদন দেয়। এই কমিটি অনুমোদন হওয়ার পর অধ্যক্ষ গোলাম রহমান খান সংসদ সদস্য ইমরান আহমদের সভাপতি হওয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করেন। হাইকোর্ট দীর্ঘ শুনানির পর এই রিট আবেদন খারিজ করেন। এই অবস্থায় এডহক কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে দ্বিতীয়বার এডহক কমিটি গঠন করা হয়। দ্বিতীয় এডহক কমিটি এনডিসির তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী অধ্যক্ষ গোলাম রহমান খানকে সাময়িকভাবে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন। পরবর্তী সময়ে নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে কলেজের পূর্ণাঙ্গ গভর্নিং বডি গঠন করা হয়। এ সময় বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষ তাকে চাকরি থেকে বিধি-বহির্ভূতভাবে বরখাস্ত না করার জন্য সিলেট সহকারী জজ আদালতে একটি মামলা দায়ের করেন। দীর্ঘদিন শুনানির পর এই মামলাটিও খারিজ হয়ে যায়।

এদিকে মামলার শুনানিকালে তিনি কলেজের বাইরে থেকে কলেজের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করতে থাকেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গভর্নিং বডি কলেজকে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করতে চাইলে তিনি শিক্ষা বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজের বিরুদ্ধাচরণ করে প্রতিষ্ঠাতা ও কয়েকজন দাতা সদস্যের নাম ব্যবহার করে দরখাস্ত করেন। এভাবে তিনি প্রায় তিন বছর কলেজে অনুপস্থিত থেকে ষড়যন্ত্র করেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর গভর্নিং বডির সভাপতি পদে শূন্যতা দেখা দিলে গোলাম রহমান খান সিলেট জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট নূরুল হক পিপিকে গভর্নিং বডির সভাপতি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ভুল বুঝিয়ে একটি প্রস্তাব অনুমোদন করান। সহকারী জজ আদালতে মামলা চলাকালীন অবস্থায় অধ্যক্ষ সভাপতির কাছ থেকে তার সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে মর্মে একটি চিঠি আদায় করেন। অ্যাডভোকেট নূরুল হক সভাপতি মনোনীত হয়ে নিয়মিত গভর্নিং বডিকে পাশ কাটিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পাঁচ সদস্যবিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটির অনুমোদন নিয়ে আসেন। এই বিশেষ কমিটি প্রায় চার বছর পর বরখাস্তকৃত অধ্যক্ষকে নিয়ে কলেজে যেতে চাইলে ছাত্রছাত্রীরা বাধা প্রদান করে ও কলেজে তালা ঝুলিয়ে দেয়।